# যঈফ ও জাল হাদিস

হাদিস নাম্বারঃ ১১০

১/ বিবিধ

আরবী

لوخشع قلب هذا خشعت جوارحه

موضوع

عزاه السيوطي في " الجامع الصغير " لرواية الحكيم عن أبي هريرة

قلت: وصرح الشيخ زكريا الأنصاري في تعليقه على " تفسير البيضاوى " (2/ 202) بأن سنده ضعيف، وهو أشد من ذلك فقد قال الشارح المناوي: رواه في " النوادر " عن صالح بن محمد عن سليمان بن عمرو عن ابن عجلان عن المقبري عن أبي هريرة قال: رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم رجلا يعبث بلحيته وهو في الصلاة، فذكره، قال الزين العراقي في " شرح الترمذي ": وسليمان بن عمرو هو أبو داود النخعي متفق على ضعفه، وإنما يعرف هذا عن ابن المسيب، وقال في " المغني " (1 / 151) : سنده ضعيف، والمعروف أنه من قول سعيد، رواه ابن أبي شيبة في " مصنفه "، وفيه رجل لم يسم، وقال ولده: فيه سليمان بن عمرو مجمع على ضعفه، وقال الزيلعي: قال ابن عدي أجمعوا على أنه يضع الحديث

قلت: رواه موقوفا على سعيد عبد الله بن المبارك في " الزهد " (1 / 213) أنا معمر عن رجل عنه به وهذا سند ضعيف لجهالة الرجل

وصرح عبد الرزاق في " المصنف " (2 / 226) باسمه فقال: ... عن أبان ... وهو ضعيف أيضا

قلت: فالحديث موضوع مرفوعا، ضعيف موقوفا بل مقطوعا، ثم وجدت للموقوف

طريقا آخر فقال أحمد في " مسائل ابنه صالح " (ص 83) : حدثنا سعيد بن خثيم قال حدثنا محمد بن خالد عن سعيد بن جبير قال: نظر سعيد إلى رجل وهو قائم يصلي. . إلخ
قلت: وهذا إسناد جيد، يشهد لما تقدم عن العراقي أن الحديث معروف عن ابن المسيب

বাংলা

১১০। যদি এ হৃদয় বিনয়ী হয়, তবে তার অঙ্গ-প্রতঙ্গ গুলোও বিনয়ী হবে।

হাদীসটি জাল।

এটিকে সুয়ূতী “জামেউস সাগীর” গ্রন্থে আবু হুরাইরাহ্ (রাঃ) হতে হাকীমের বর্ণনায় উল্লেখ করেছেন। শাইখ জাকারিয়া আনসারী বলেনঃ হাদীসটির সনদ য’ঈফ। কিন্তু এটি তার চাইতেও আরো দুর্বল। যাইন আল-ইরাকী “শারহুত তিরমিযী” গ্রন্থে বলেনঃ এটির সনদে সুলায়মান ইবনু আমর রয়েছেন। তিনি হচ্ছেন আবু দাউদ আন-নাখঈ। তার দুর্বল হওয়ার ব্যাপারে সকলেই একমত।

এটিকে জানা যায় ইবনুল মুসাইয়্যাবের কথা হিসাবে। যেমনটি “আল-মুগনী" গ্রন্থে (১/১৫১) উল্লেখ করা হয়েছেঃ এটির সনদ দুর্বল এবং সাঈদের কথা হিসাবে পরিচিতি লাভ করেছে।

যায়লাঈ বলেছেনঃ ইবনু আদী বলেন যে, তিনি (সুলায়মান) হাদীস জাল করতেন এ কথার উপর মুহাদ্দিসগণ একমত হয়েছেন ।

আমি (আলবানী) বলছিঃ আব্দুল্লাহ ইবনুল মুবারাক এটিকে “আল-যুহুদ” গ্রন্থে (১/২১৩) সাঈদ হতে মওকুফ হিসাবে বর্ণনা করেছেন। কিন্তু এটির সনদে একজন ব্যক্তির পরিচয় উল্লেখ করা হয়নি। অর্থাৎ সনদটি মাজহুল। আব্দুর রাযযাক “আল-মুসান্নাফ” গ্রন্থে (২/২২৬) মাজহুল ব্যক্তির নাম উল্লেখ করে বলেছেনঃ তিনি হচ্ছেন আবান, কিন্তু আবানও দুর্বল বর্ণনাকারী। সুতরাং হাদীসটি মারফু হিসাবে জাল আর মওকুফ হিসাবে দুর্বল। তবে মওকুফ হিসাবে এটির শাহেদ পাওয়া যায়। যার সনদটি ভাল। সেটি ইমাম আহমাদের পুত্রের “মাসায়েল” গ্রন্থে (পৃঃ ৮৩) উল্লেখ করা হয়েছে।

হাদিসের মান: জাল (Fake) পুনঃনিরীক্ষিত

পাবলিশারঃ তাওহীদ পাবলিকেশন

Link — https://www.hadithbd.com/hadith/link/?id=5371

হাদিসবিডির প্রজেক্টে অনুদান দিন